# রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫২ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৪৮]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ৪৪ : উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া, তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ করার বিবরণ

(44)ـ بَابُ تَوْقِيْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِوَتَقْدِيْمِهِمْ عَلٰى غَيْرِهِمْ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ، وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ

---

আরবী

وَعَن أَبي مَسعُودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو البَدرِي الأَنصَارِي رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، فَإنْ كَانُوا في القِراءَةِ سَوَاءً، فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنّاً، وَلاَ يَؤُمّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإذْنِهِ». رواه مسلم

وفي رواية لَهُ: «فَأقْدَمُهُمْ سِلْماً» بَدَلَ «سِنّاً» أيْ إسْلاماً .

وفي رواية: يَؤُمُّ القَومَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأقْدَمُهُمْ قِراءةً، فَإنْ كَانَتْ قِرَاءتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ أقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَواء، فَليَؤُمُّهُمْ أكْبَرُهُمْ سِنّاً

বাংলা

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴾ [الزمر: ٩]

অর্থাৎ “বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা যুমার ৯ আয়াত)

১/৩৫২। আবূ মাসঊদ উক্ববাহ ইবনু ’আমর বাদরী আনসারী রাদিয়াল্লাহু ’আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ’’জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোনো ব্যক্তি যেন কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।’’ (মুসলিম) [1]

অন্য এক বর্ণনায় ’বয়োজ্যেষ্ঠ’র পরিবর্তে ’সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী’ শব্দ রয়েছে।

আর এক বর্ণনায় আছে, ’’জামাআতের ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্বিরাআত বেশী ভালো, অতঃপর ক্বিরাআতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়।’’

## English

(44) Chapter: Revering the Scholars and Elders, Preferring them to others and raising their Status

Allah, the Exalted, says:
"Say: `Are those who know equal to those who know not?' It is only men of understanding who will remember (i.e., get a lesson from Allah's Signs and Verses).'' (39:9)

Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amr Al-Badri Al-Ansari (May Allah be pleased with him) reported:
Messenger of Allah (ﷺ) said, "The person who is best versed in the recitation of the Book of Allah, should lead the prayer; but if all those present are equally versed in it, then the one who has most knowledge of the Sunnah; if they are equal in that respect too, then the one who has emigrated (to Al-Madinah) first, if they are equal in this respect also, then the oldest of them. No man should lead another in prayer where the latter has authority, or sit in his house, without his permission".

[Muslim].

In another narration in Muslim: Messenger of Allah (ﷺ) said, "One who is senior most in accepting Islam, should lead the Salat (prayer)".

Yet another narration is: Messenger of Allah (ﷺ) said, "A man who is well

versed in the Book of Allah and can recite it better, should lead the Salat (prayer); if (all those present) are equal in this respect, then the man who is senior most in respect of emigration, if they are equal in that respect too, then the oldest of them should lead the prayer".

[Muslim].

Commentary: This Hadith highlights the following three points:
1. The order of priority for the appointment of Imam [one who leads As-Salat (the prayers) should be as follows: First, preference should go to a good Qari (reciter of the Noble Qur'an) who is also an expert in it, provided he is pious and acts upon the teachings of the Noble Qur'an faithfully. He should not be a non-practising Muslim. Nowadays, we have an abundance of Imam but many of them are neither pious nor faithfully act upon religious teachings. In any case, where we can find a Qari who fulfills the requirements just mentioned, he deserves first preference for appointment as Imam. Even a religious scholar will come next to him. It must be borne in mind that nice recitation of the Noble Qur'an does not mean its recitation with great skill, but its essentials are elegant voice, acquaintance with the `Ilm-ut-Tajwid (or science of reciting the Qur'an), clear and distinct recitation.

2. The ruler of a territory, its highest officer and governor should work as Imam in their respective areas. In the early ages of Islam, these authorities used to administer their areas, dispense justice and lead congregational prayers (Salat).

3. When one goes to somebody's house, he should not occupy the place reserved for the master of the house unless he himself asks him to sit there.

## ফুটনোট

[1] মুসলিম ৬৭৩, তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, আবূ দাউদ ৫৮২, ইবনু মাজাহ ৯৮০, আহমাদ ১৬৬১৫, ১৬৬৪৩, ২১৮৩৫

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22783

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন